101

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি হলে আজ আবার ছাত্রদের তুলে দেয়া হবে ঃ উত্তেজনার আশংকা

বিতাড়িত ছাত্র নেতা-কর্মীদের হলে তুলে দেবার উদ্যোগ ব্যর্থ ঃ ছাত্রদের হাতে ভিসি ও প্রক্টর লাঞ্ছিত ঃ লাঠিচার্জ আহত ১৮

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের বিতাড়িত ছাত্র নেতা-কর্মীদের হলে তুলে দেয়ার কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগ ছাত্র দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও গতকাল কার্যকর করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সকল ছাত্রকে হল থেকে বের করে পরিচয়পত্র দেখে হলে ঢুকানোর এ প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে জিয়া হল ও জসীম উদ্দীন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রক্টর ছাত্র দল কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। তারা ভিসি ও প্রক্টরকে লক্ষ্য করে ডিম, জুতা, স্যান্ডেল, বোতল, ঢিল ও ইট ছুঁড়ে মারে। জিয়া হল গেটে তারা ভিসির

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনার আশঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গাড়ীতে হামলা চালায়। পুলিশ বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এতে অন্ততঃ ১৮ জন ছাত্র দল কর্মী ও সাধারণ ছাত্র আহত হয়। পুলিশ হলের ভেতরে ঢুকে বিভিন্ন তলায় গিয়ে ছাত্রদের বেদম মারধর করে। পরে ছাত্ররা পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ সময় ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী ও প্রক্টর প্রফেসর নুরুন্নবী হলে ঢুকতে না পেরে গাড়ীযোগে হল গেট থেকে চলে যাবার সময় ছাত্ররা ভিসির গাড়ীকে ধাওয়া করে। তারা একটি জঙ্গী মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে যায় এবং কলাভবনে প্রক্টরের অফিস ব্যাপক ভাঙচুর করে তছনছ করে দেয়। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অফিসে ভাঙচুর করা হয়। পরে অপরাজেয় বাংলায় এক সমাবেশে ছাত্র দল নেতারা বলেন, ছাত্র লীগের আশ্রিত বহিরাগত অস্ত্রধারীদের হলে রেখে হলে হলে সহাবস্থান সম্ভব নয়। ছাত্র দল কর্মীরা কারো অস্ত্রের মুখে হলে যাবে না। অপর দিকে, ভিসি ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে ছাত্রদের বের করে দিয়ে আবার ঢোকানোর প্রক্রিয়া চালিয়ে যান। তবে কোন হলেই ছাত্র দল বা ছাত্র লীগের বিতাড়িত কোন নেতা-কর্মী এই প্রক্রিয়ায় হলে উঠতে পারেনি। ছাত্র দল এই প্রক্রিয়ার নামে নিরীহ ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতন ও ক্যাম্পাসের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে আজ বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ এবং আগামীকাল ভিসি অফিসে অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। অপর দিকে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, ছাত্র দলের অসহযোগিতার কারণে জিয়া ও মুজিব হলে প্রকৃত ছাত্রদের তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আজ বিকেল ৪টার মধ্যে হল দু'টি খালি করে বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়া হবে। ফলে আজ আবার উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের সভায় সকল হলে সকল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সহাবস্থানের লক্ষ্যে বিতাড়িত নেতা-কর্মীদের হলে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রবিবার রাতে ছাত্র লীগ সূর্যসেন হলে মিছি বের করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল সকালে ছাত্র দল নিয়ন্ত্রিত হলগুলো থেকে সহাবস্থান প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দেয়। ছাত্রদল এ দু'টি ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ভিসিকে সোমবার জানিয়ে

দেয় যে, হলগুলো বহিরাগত অস্ত্রধারীমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের অস্ত্রের মুখে ছাত্র দল কর্মীরা কোন হলে উঠতে যাবে না। তারা সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী আগে বহিরাগত অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করে সহাবস্থান প্রক্রিয়া শুরুর দাবী জানান। তারা বলেন, পরিবেশ পরিষদের সিদ্ধান্ত পাশ কাটিয়ে কর্তৃপক্ষ ছাত্র দল নিয়ন্ত্রিত হলগুলো থেকে সহাবস্থান প্রক্রিয়া শুরু করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বাকী ৩টি হল ছাত্র লীগের হাতে তুলে দেয়ার সরকারী ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নের কৌশল। তারা এর প্রতিবাদ জানান। কিন্তু ভিসি ছাত্রদলের বক্তব্য

তোয়াক্কা না করে গতকাল সকালে সহাবস্থান প্রক্রিয়া শুরু করেন। সকাল ১০টায় ভিসি এফ রহমান হল থেকে ছাত্রদের বের করে দিয়ে হল খালি করে পুনরায় পরিচয়পত্র চেক করে ছাত্রদের হলে ঢোকানো প্রক্রিয় শুরু করেন। কিন্তু ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত এ হল থেকে বিতারিত ছাত্রদল কর্মীরা হলে উঠতে যায়নি। অল্পক্ষণ পর ভিসি এফ রহমান থেকে

মুহসীন হলে চলে গেলে ছাত্রলীগ নেতারা হল গেটের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। একইভাবে মুহসীন হল খালি করে আবার ঢোকানোর প্রক্রিয়া শুরু করে ভিসি চলে যাবার পর ছাত্রলীগ হল গেটের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ভিসি ও প্রক্টর বেলা ১২টা ৪০ মিনিটে জসীমুদ্দীন হল গেটে যান। সেখানে সকাল ১০টা থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছিল। হল কর্তৃপক্ষ গেটে চেয়ার টেবিল বসিয়ে সহাবস্থান প্রক্রিয়ার আয়োজন করলে ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করে। পরে পুলিশ হলে ঢুকলে উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করে। পুলিশ হল তল্লাশী করতে চাইলে উত্তেজনা আরো বাড়ে এবং পরে কর্তৃপক্ষ পুলিশকে বের করে দিয়ে হল তল্লাশী করে। এ সময় ছাত্ররা হলের গেট বন্ধ করে দেয়। পরে সেখানে ভিসি ও প্রক্টর উপস্থিত হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্ররা ভিসির গাড়ি ও ও প্রক্টরকে লক্ষ করে ডিম ও জুতা ছুড়তে শুরু করে। একটি ডিম প্রক্টরের মাথায় লাগে। ছাত্রদল কর্মী ও ছাত্ররা ভিসি ও প্রক্টরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। পরে ছাত্রদল নেতা ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে আধা ঘন্টা পর ভিসি হলে ঢোকেন। হল খালি কর আবার ছাত্রদের তুলে দেয়া হয়। কিন্তু ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত এ হলে বিতাড়িত কোন ছাত্রলীগ কর্মী হলে উঠতে যায়নি। বেলা দেড়টায় ভিসি জিয়া হলে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কঠোর পুলিশী প্রহরায় ভিসি'র গাড়ী হলের বাইরের গেট দিয়ে হলে পৌছলে ছাত্রদল

কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা 'ছি ছি ভিসি'সহ বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে মিছিল বের করে। হলের বিভিন্ন তলা থেকে ভিসি'র গাড়ী লক্ষ্য করে ডিম, জুতা, স্যান্ডেল, ঢিল, ইট ইত্যাদি নিক্ষেপ শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশ হলের ভেতরে ঢুকে বিভিন্ন তলায় গিয়ে ছাত্রদের বেধড়ক পিটুনি দেয়। ছাত্রদল নেতা মাহবুবের পুলিশী পিটুনিতে মাথা ফেটে যায়। আইউব আলী ও শাহজাহান নামে আরো ২ জনসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হলে ছাত্ররা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা বেরিয়ে এসে হল গেটে ভিসি'র গাড়ীতে হামলা চালায়। ছাত্ররা ভিসি'র গাড়ী ঘিরে লাথি মারতে থাকে এবং বাঁশ দিয়ে আঘাতের চেষ্টা চালায়। বিপুল সংখ্যক পুলিশ গাড়ীটি ঘিরে রাখে এবং ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে। এতে ছাত্ররা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে পুলিশ ও ছাত্রদল নেতারা তাদের বাধা দেয়। ফলে ভিসি আর গাড়ী থেকে নামতেই পারেননি। এরপর তিনি গাড়ীযোগে চলে যাবার সময় ছাত্রদল কর্মীরা ধাওয়া করে। তারা একটি জঙ্গী মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে গিয়ে প্রক্টর অফিস ভাংচুর করে। অফিসের চেয়ার-টেবিল, আলমারী, টাইপ রাইটার, টেলিফোনসহ বিভিন্ন জিনিস বাইরে নিয়ে ভাংচুর করে। এ সময় পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। পরে ছাত্রদল অপরাজেয় বাংলায় সমাবেশ করে। ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিম বক্তব্য রাখেন। তারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচী ঘোষণার হুমকি দেয়।

এদিকে ভিসি এরপর ফজলুল হক, শহীদুল্লাহ, জহুরুল হক ও এসএম হলে ছাত্রদের বের করে ঢোকানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ বিকেল ৪টার মধ্যে জিয়া হল ও মুজিব হলে অবস্থানকারী সকল ছাত্রকে হল থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে কর্তৃপক্ষ পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে বৈধ ছাত্রদের হলে থাকার ব্যবস্থা করবে।